Compiled and circulated by

Dr. Bhakti Pada Jana
SACT (Grade II), Department of History, Narajole Raj College

জন স্টুয়ার্ট মিলের ধারনায় হিতবাদ

হিতবাদ সম্পর্কিত বেন্থামের ধারনার পর মিল হিতবাদকে আরো সরলীকরণ করেন । মিল হিতবাদ ধারণাকে মেরামত করে সময়ের সঙ্গে তত্ত্বটিকে সুসংহত করে তোলেন, মার্জিত ও পরিণত করে তোলেন । এ প্রসঙ্গে বার্কার বলেন,

"Mill belongs to an old tradition, though he gave that tradition a deeper and more spiritual interpretation; and he must be regarded as the last of great utilitarians, rather than as the first among the new prophets who gave arisen since 1848".

মিল বাল্য বয়সে অতিরিক্ত লেখাপড়ার চাপ ও পিতার ঐতিহ্য থেকে সরে আসার দ্বিধা বা যন্ত্রণা মিল এর মধ্যে যে মানসিক অবসাদ সৃষ্টি করেছিল তা থেকে তিনি মুক্তি পেয়েছেন ওয়াডসওয়ার্থ এর কাব্য এবং কোলরিজ ও কারলাইল এর সাহিত্যর মধ্যে দিয়ে । সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করে মিল বুঝেছেন সুখের তৃপ্তি পরিমাণে বা সংখ্যায় নয়, গুণে । মিল বলেছেন, বেন্থামের চিন্তাপদ্ধতি ভ্রমের বিরুদ্ধে আমাদের সুরক্ষিত করে, বিষয়কে সঠিকভাবে উপস্থিত হতে সাহায্য করে । মিল এর কথায় মানুষ সম্পর্কে বেন্থাম এর উপলবদ্ধি অভিজ্ঞতাবাদী, কিন্তু এই অভিজ্ঞতাবাদ এমন মানুষের যার নিজেরই অভিজ্ঞতা বলতে তেমন কিছু নেই । মিল এর মতে মানব-প্রকৃতির স্বাভাবিক ও সূক্ষ্ম দিকগুলিকে যিনি সুনজরে দেখেন না, যাঁর নিজের প্রকৃতিতেই আছে অন্যের প্রবণতা ও অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করার মনোভাব, তাঁর পক্ষে মানব-প্রকৃতির ব্যাখায় অন্তভুক্তকরতে হবে । তিনি বিশ্বাস করেন, যে মানুষের বিশ্বাসের চেয়ে আনুগত্যে বড় হতে পারে না ।

সুতরাং মানব-প্রকৃতি ও সুখের ব্যাখায় তাই তিনি নিয়ে এলেন সামাজিক উপলবদ্ধির ভাবনা । তাঁর মতে,

"I regard utility as the ultimate appeal on all ethical questions; but it must be utility in the largest sense, grounded on the permanent interests of a man as a progressive being".

মানুষের প্রকৃতিকে বুঝতে হবে তার প্রগতিশীল চরিত্র দিয়ে । তার সুখানুভূতিকে বুঝতে হবে প্রগতিশীল মানুষ হিসাবে তার স্থায়ী স্বার্থ দিয়ে । মিল বলেছেন, সুখ বলতে ব্যক্তিগত সুখ নয়, অন্যের সুখ, মানবজাতির শ্রীবৃদ্ধি, সদাচার দ্বারা ।

মিল বেন্থামের এর অভিজ্ঞতাবাদী বা বাস্তববাদী দর্শনকেও অস্বীকার করেননি । কিন্তু বেন্থামবাদ থেকে উপযোগিতাবাদকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার কতকগুলি ব্যক্তিগত উপলব্ধি তিনি তুলে ধরেছেন । যেমন, বেন্থামের মতো সুখ দুঃখ কে অঙ্কে হিসাব দ্বারা উপলবদ্ধি করা যায় না । সুখবাদকে নিছক অহংসর্বস্ব মতবাদ দ্বারা গড়া যায় না । তিনি উপযোগবাদকে বিচার করেছেন নৈতিক দৃষ্টি দ্বারা । উপযোগিতার সঙ্গে ন্যায়বিচারের

সম্পর্ক অনুধাবন করেছেন মিল । উপযোগিতাকে প্রমাণের ক্ষেত্রে তিনি বেন্থামকে অনুসরণ করছেননা । মিলের মতে আনন্দ কখনো পরিমাপ করা যায় না । মিলের মতে আনন্দ কামনা- বাসনার লক্ষ্য । আনন্দ থেকে কী পাওয়া যাবে তা ভাবনার দরকার নেই । আমাদের চাওয়ার মধ্যে আনন্দ থাকতে হবে । অতএব সর্বপরি আমরা কিছু চাই । কিন্তু পশুর তৃপ্তি ও মানুষের আনন্দ সমান হতে পারে না । তাই মিলের কথায়-

"Human beings have faculties more elevated than the animal appetites".

মিল বলতে চান হিতবাদী লেখকেরা শারীরিক আনন্দের চেয়ে মানসিক আনন্দকে কম গুরুত্ব দেননি । মিলের কথায় দুটি আনন্দের অভিজ্ঞতা থেকে যেটি অধিকাংশ পছন্দ সেটি মূল্যবান ।

মানুষের প্রতি মনুষ্যত্বের প্রতি মিল এর বিশ্বাস আছে বলে মিল বলেন, মানুষ ইচ্ছে করে ভালো বা মহৎ জিনিস ছাড়ে না । আসলে একটিকে পাবার সামর্থ্য নেই বলেই অন্যটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে । মহৎ চিন্তাকে মিল তুলনা করেছেন সেই কোমলতার সঙ্গে যাকে ঠিকমতো লালন না করা হলে খারাপের প্রভাব পড়ে অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে । মিল তাই মানুষের উপলব্ধি ও বিচারকে সঠিকভাবে ব্যবহারের কথা বলেন । তা ব্যবহারের জন্য সঠিক পরিবেশের প্রয়োজন । মিলের কথায়-

"It is better to be an human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied".

কার্লাইল এর মতো কেউ কেউ এমন অভিযোগ তুলেছেন মানবজীবন ও আচরণের বাস্তব উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সুখ হবে কেন ? ত্যাগের মধ্যেই আছে মানবজীবনের বা মানবিক গুণের প্রথম এবং অপরিহার্য শক্তি । উপযোগবাদীরা তো শুধু আনন্দ বা সুখ পাওয়ার কথাই বলেননি, দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কথাও বলেছেন ।বেশি সুখ, আরো বেশি সুখ পাবার সম্ভাবনা না থাকলেও বা সুখ মুহূর্তের চমক, ক্ষণস্থায়ী এ কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা যায়, মানুষ তো সুখ বলতে মহা আনন্দ, তীব্র আনন্দনুভূতিকে বোঝেনা । তারা সাধারণত যা চায় তা হল দুঃখের বিরাট ভাগটা কমুক, কিছুটা আনন্দের মধ্যে দুঃখের বিরাট বোঝা কিছু সময়ের জন্য লাঘব হোক ।

মিলের কথায় বলা যায়,

"It is noble to be capable of resigning entirely one's own portion of happiness, or chances of it; but after all, this self sacrifice must be for some end".

মিল মনে করেন, মানুষের স্বার্থ ত্যাগের পিছনে যদি সুখ না থাকে তবে অন্য কিছু গুনাবলী নিশ্চয় আছে ।

মিল সেই স্বার্থ কে ত্যাগকে স্বীকার করতে চান যিনি নিজের সুখসুবিধা বিসর্জন দিয়ে জগতের সুখসুবিধা বাড়াতে সাহায্য করেন । ("All honour to those who can abnegate for themselves the personal enjoyment of life, when by such renunciation they contribute worthily to increase the happiness in the world")

ব্যাক্তিগত স্বার্থত্যাগের পেছনে এ ছাড়া যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে তবে তা দৃষ্টান্ত হতে পারে, কিন্তু মানুষের অনুকরনীয় হবে না । অপরের জন্য বা জগতের জন্য আত্মত্যাগ করাটাকেই মিল শ্রেষ্ঠ গুণ বলে মনে করেন এবং তিনি এটাও জানেন বর্তমান জগৎ সংসারে এই গুণ তেমন সুলভ নয় । মিল গ্রহণ করেছেন নিষ্ঠাবান জীশুর বানী :

"To do as you would be done by and to love neighbour as yourself …".

সাধারণ সুখের মধ্যে মিল দেখেছেন 'Social feelings of mankind' এক্ষেত্রে মিল গুরুত্ব দেন মানুষের সেই আবেগ ও যুক্তিবোধকে যা তাকে সামাজিক মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে, নিজের স্বার্থের সঙ্ঘে অন্যের স্বার্থকে মেলাতে সাহায্য করে । এখানে এক মানুষের স্বার্থের বা সুখের সঙ্ঘে অন্যের স্বার্থ বা সুখের সংঘর্ষ নেই । কী করে মানুষ এই সবার মাঝে থাকার, সবাইকে ভলোবাসার জগৎ খুঁজে পাবে ? মিল মনে করেন, আইন ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই থাকবে মেলামেশার । তিনি বিশ্বাস করেন, "…education and opinion, which have so vast a power over human character should so use that power as to establish in the mind of every individual an indissoluble association between his own happiness and the good of the whole".

শিক্ষাই যে সমাজ-রাষ্ট্রের প্রধান সম্পদ মিলের তাতে কোনো সন্দেহ নেই ।